৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা ৩১ মে ২০০২/১৮ জৈষ্ঠ্য ১৪০৯

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

বিশ্বকাপের জ্বরে এখন সারা বিশ্ব ভুগছে। আগামী ৩১ মে ফ্রান্স ও সেনেগালের খেলার মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে জমকালো প্রতিযোগিতা বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর। এ বছর ৩২টি দেশ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিচ্ছে। এশিয়ায় প্রথম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপ। এ কারণে এশিয়ায় বিশ্বকাপের উন্মাদনা আরো বেশি। সিউল সাজছে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য। এ দেশের চায়ের টেবিল, রেস্তোরাঁ, পাড়া, মহল্লায় উঠছে আলোচনার ঝড়। গ্রামগঞ্জে উড়ছে ফেভারিট দেশের পতাকা। হিসেব চলছে কারা উঠবে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় পর্বে।

বিশ্বকাপ মাতাবে এবার ৩২টি দেশের ৭৩৬ ফুটবল খেলোয়াড়। এদের ক্রীড়ানৈপুণ্য ও সুস্থতার ওপর নির্ভর করছে দেশের সফলতা। চলছে আটটি গ্রুপের দলের শক্তির হিসেব কষা। অনেকেই করছেন বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টে ফেভারিট ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইটালি, ইংল্যান্ড, পর্তুগালের দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার সম্ভাবনার পথের প্রতিবন্ধকতার হিসেব। তবে বিশ্বকাপের গ্রুপ অনুযায়ী শক্তির হিসেবে সহজ গ্রুপে পড়েছে ফ্রান্স, ব্রাজিল, ইটালি। দ্বিতীয় রাউন্ডে একমাত্র ফ্রান্স ছাড়া বাকি দুটো দলের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা নেই। বর্তমান ফর্ম অনুযায়ী দর্শকপ্রিয় দলগুলোর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা। তবে বিশ্বকাপে এমনও হয়েছে যখন আমেরিকার কাছে হেরেছে প্রভাবশালী ইংরেজরা। ক্যামেরুন হারিয়েছে আর্জেন্টিনাকে। ব্রাজিল হেরেছে নরওয়ের সঙ্গে। বিস্ময়কর এই ফলাফলগুলো বিশ্বকাপের অ্যাপিল বাড়িয়েছে। এই চমকপ্রদ রেজাল্টের পেছনে অনেকগুলো কারণ কাজ করেছে। প্রভাবশালী দলের ফর্মহীনতা, তারকা খেলোয়াড়ের ইনজুরি, লাল কার্ড। আবার অনেক সময় রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তও খেলার ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে। এ কারণে প্রথম পর্বের খেলার গ্রুপের রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত।

এবারের বিশ্বকাপে রয়েছে বেশ বৈচিত্র্যতা। গত বছর বিশ্বকাপ খেলেছে এমন ১৩টি দেশ এ বছর বিশ্বকাপে অংশ নেয়ার সুযোগ পায়নি। এ কারণে গতবারের তারকা খেলোয়াড় ডেনিস বার্গক্যাম্প, প্যাট্রিক ক্লুইভার্ট, করিম বাঘেরি, টরে আন্দ্রে ফ্লোরকে এবার মাঠে দেখা যাবে না। শেষবারের মত বিশ্বকাপ খেলার জন্য মাঠে নামবে ডেভর সুকারের মতো অনেক তারকা খেলোয়াড়। ৪৮ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরেছে তুরস্ক। প্রথম বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীন। কষ্টার্জিত এ সফলতার দৌড় কতটুকু আগাবে তা দেখার অপেক্ষায় বিশ্ববাসী।

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বেও দাঁড়াতে পারেনি আমাদের দেশ। ফিফার র‍্যাঙ্কিয়েও আমাদের অবস্থা শেষ সারিতে। তাতে এমন দুঃখ নেই। ফুটবলপ্রিয় বাঙালি বিশ্বের সেরা ফুটবল খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য দেখে অভিভূত হতে চায়। চায় আমাদের মতো উন্নয়নশীল কোনো দেশের হাতে উঠে আসুক সোনার কাপ। যা আমাদের আগামীতে উৎসাহের যোগান হবে।

আগামী ৩১ মে বেজে উঠবে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে বিশ্বকাপের প্রথম বাঁশির শব্দ। এই হুইসেলে ক্ষত-বিক্ষত, দ্বন্দ্বে বিক্ষোভে জড়িত সমস্ত বিশ্বের মানুষ এক বৃন্তে এসে দাঁড়াবে। উড়িয়ে দেবে মৈত্রীর পতাকা।